গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়, লালমনিরহাট।
(জুডিসিয়াল মুন্সিখানা)
www.lalmonirhat.gov.bd

বিষয় : জেলা কেস কো অর্ডিনেশন কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : **মোঃ মিজানুর রহমান**
জেলা ও দায়রা জজ
লালমনিরহাট।

তারিখ : ২৭ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি.।
সময় : বিকাল ৪.৩০ টা।

স্থান : জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, লালমনিরহাট।

উপস্থিতি : সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ পরিশিষ্ট- "ক" তে দেখানো হলো।

সভায় সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০২-০৯-২০১৯ তারিখের ০৪.০০.০০০০ ৫২২.১২৫.২৬.২০১৯.৮৫ নং স্মারকে প্রেরিত কারাবন্দিদের আইনগত সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে গঠিত কেস কো অর্ডিনেশন কমিটির জারীকৃত পরিপত্রটি পাঠ করে শোনানো হয়। সভায় জানানো হয় যে, পরিপত্রটি আইন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শক্রমে জারী করা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কমিটির কার্যপরিধি সভায় উপস্থাপন করেন।

অতপর সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১	১। **ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় স্থানীয় সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণঃ** সভায় ফৌজদারী মামলাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, কিছু কিছু মামলায় থানার তদন্ত কর্মকর্তা নিজে তদন্ত প্রতিবেদন না লিখে আউট সোর্সিং ব্যক্তিদের দিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। এতে করে মামলায় অনেক সময় ত্রুটি হয় এবং আসামী মামলা ত্রুটির কারণে খালাস পায়। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে নিজেই তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	১) মামলার তদন্ত প্রতিবেদন তদন্ত কর্মকর্তাকে নিজ হাতে তৈরী করতে হবে।	১) পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট।
	২। **দীর্ঘমেয়াদি পেন্ডিং মামলাসমূহ পর্যালোচনাঃ** সভায় জানানো হয় যে, এ জেলায় মামলার সংখ্যা অনেক বেশী। কিছু মামলা আছে দীর্ঘমেয়াদী পেন্ডিং। মামলাগুলি নিষ্পত্তি করা আবশ্যক। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে দীর্ঘপেন্ডিং মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	২) দীর্ঘপেন্ডিং মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	১) বিজ্ঞ পিপি, লালমনিরহাট।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	৩। বিনা বিচারে দীর্ঘদিন আটক কারাবন্দিঃ বিনা বিচারে কারাগারে আটক কারাবন্দি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, লালমনিরহাট দীর্ঘদিন আটক কারাবন্দিদের তালিকা সভায় উপস্থাপন করেন। দেখা যায়, দায়রা আদালতে ০২টি ও অতিরিক্ত দায়রা আদালতে ০৩টি মামলা দীর্ঘদিন হতে পেন্ডিং রয়েছে। **দায়রা আদালতে পেন্ডিং মামলা গুলি হলো-** **(১) জি আর-৯৭/১৬ (লাল), সেসন-২০৪/১৭।** ধারা-৩০২/৩৪ পেনাল কোড। অভিযোগপত্রে ২৪ জন সাক্ষী। সংবাদদাতা বাদীসহ ০২জন সাক্ষী পরীক্ষিত হয়েছে। আইও পুলিশ পরিদর্শক, প্রদীপ কুমার রায় ও এস আই মোঃ নজরুল ইসলাম। ডাঃ মোঃ আজমল হক, সদর হাসপাতাল **(২) জি আর নং-২৯০/১৭ (লাল), সেসন-১১৮/১৮।** ধারা-৩০২/২০১ পেনাল কোড। অভিযোগপত্র ভুক্ত সাক্ষী ১৩ জন। পরীক্ষিত সাক্ষী ০৭ জন। তদন্ত কর্মকর্তা উদয় কুমার মন্ডল ও ডাঃ দীপঙ্কর রায়। **অতিরিক্ত দায়রা আদালতে পেন্ডিং মামলাগুলি হলো-** (১) **জিআর-১৬০/০৩, সেসন-২৮/০৬।** ধারা-৩০২ পেনাল কোড। অভিযোগপত্রভুক্ত সাক্ষী ১৩ জন। পরীক্ষিত সাক্ষী ০৬ জন। ডাক্তার আ,ফ,ম আহসান আলী, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল ও তদন্ত কর্মকর্তা এস আই সাহাদত হোসেন। **(২) জিআর-৫৫/১২ (কালী), সেসন-২১৪/১২।** ধারা-৩০২ পেনাল কোড। ০২ জন সাক্ষী বাকী আছে। সাক্ষী-মোঃ আব্দুল লতিফ পিতা-মৃত আমির উদ্দিন, সাকিন-ভোটমারী, কালীগঞ্জ ও তদন্ত কর্মকর্তা- এস আই মোঃ শহিদুল ইসলাম, কালীগঞ্জ থানা। **(৩) জিআর-৪৪/১১ (পাট), সেসন-৫১/১২।** ধারা-৩০২ পেনাল কোড। অভিযোগপত্রভুক্ত মোট সাক্ষী ২২ জন। পরীক্ষিত সাক্ষী ১২ জন। ডাঃ গৌতম কুমার বিশ্বাস, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, লালমনিরহাট ও তদন্ত কর্মকর্তা ফরিদ উদ্দিন, পুলিশ পরিদর্শক, পাটগ্রাম থানা। (৪) **জি আর ১৩০/১২ (লাল), সেসন-৪/১৩।** ধারা-৩০২ পেনাল কোড। অভিযোগপত্রভূক্ত মোট সাক্ষী ১২ জন। মামলার সাক্ষী শুনানী চলছে। মামলাগুলির বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, অবশিষ্ট সাক্ষী আদালতে হাজির না হওয়ায় মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হচ্ছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে দীর্ঘপেন্ডিং মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি এবং আদালতে সাক্ষী হাজিরের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	১) দীর্ঘ পেন্ডিং মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ২) মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দ্রুত সাক্ষী আদালতে হাজির করতে হবে।	১) পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট। ২) বিজ্ঞ পিপি, লালমনিরহাট।
	৪। কারাগারসমূহের ব্যবস্থাপনাঃ কারাগারের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সিভিল সার্জন, লালমনিরহাট জানান যে, কারাগারের ডাক্তারগণ আসামীদেরকে নিয়ে কাউন্সিলিং করলে আসামীগণ অপরাধ জগত থেকে সংশোধিত হওয়ার সুযোগ পাবে। সভাপতি বলেন যে, কারাগারে আটক ব্যক্তিদের নিয়ে প্রতিমাসে মাসিক ভিত্তিতে ওর্য়াকশপ এর আয়োজন করলে বন্দীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জানা যাবে। সভায় জেল সুপার, জেলা কারাগার, লালমনিরহাট জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০২-০৯-২০১৯ তারিখের জারীকৃত পরিপত্রে কারাবন্দিদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে খবরাখবর পৌছানোর জন্য ভিডিও কলের সুযোগ দেয়ার উল্লেখ থাকলেও সরকারি কোন সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে প্রতিমাসে কারাবন্দিদের নিয়ে ওর্য়াকশপ এবং কাউন্সিলিং আয়োজন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	১) প্রতিমাসে মাসিক ভিত্তিতে ওর্য়াকশপ আয়োজন করতে হবে। ২) আসামীদেরকে নিয়ে কাউন্সিলিং করতে হবে।	১) জেল সুপার, জেলা কারাগার, লালমনিরহাট। ২) কারা ডাক্তার, জেলা কারাগার, লালমনিরহাট।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	৫। আদালতসমূহে আসামী ও সাক্ষীদের হাজিরা নিশ্চিতকরণঃ আদালতে সাক্ষী হাজির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় জেল সুপার, জেলা কারাগার, লালমনিরহাট জানান যে, অনেক ক্ষেত্রে শুনানীর তারিখে আসামীগণকে জেল-হাজত থেকে কোর্টে আনয়ন করা হলেও বিজ্ঞ পিপিগণ সাক্ষী শুনানী করেন না। এতে মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটছে। কোর্ট পরিদর্শক সভায় বলেন যে, আগে কোর্ট পরিদর্শকগণ শুনানীতে উপস্থিত থাকলেও বর্তমানে বিজ্ঞ পিপি/এপিপিগণ শুনানীতে উপস্থিত থাকেন না। সভায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতের বিজ্ঞ পিপি জানান যে, বাদীপক্ষের সময়ের আবেদনের কারণে অনেক সময় সাক্ষী শুনানী হয় না। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে মামলা শুনানীর তারিখে আসামী ও সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	১) মামলা শুনানীর তারিখে আসামী/সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	১) বিজ্ঞ পিপি, লালমনিরহাট।
	৬। মাদকের মামলাঃ মাদকের মামলার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতি বলেন যে, এ জেলায় মাদকের মামলা অনেক বেশী। মামলা নিষ্পত্তি বাড়াতে হবে। সভায় বিজ্ঞ যুগ্ম দায়রা জজ বলেন যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ জারী হওয়ার পর পূর্বের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে না। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ বলেন যে, সাক্ষী শুনানীর দিনে হাজির না থাকায় মামলাগুলি নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনান্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়েরকৃত মামলায় শুনানীর তারিখে সাক্ষী হাজিরের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	১) মাদকের মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শুনানীর তারিখে সাক্ষী হাজির করতে হবে।	১) পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট। ২) বিজ্ঞ পিপি, লালমনিরহাট।

অতঃপর সভার আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সকলকে আন্তরিক হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৭/১২/২০১৯

(মোঃ মিজানুর রহমান)
জেলা ও দায়রা জজ
লালমনিরহাট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়, লালমনিরহাট।
(জুডিসিয়াল মুন্সিখানা)
www.lalmonirhat.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৭.৫২০০.০২৪.০৩.০০৫.১৭- ১২৯৯(২৫)

তারিখঃ ০৮ পৌষ, ১৪২৫
২৬ ডিসেম্বর, ২০১৯

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। রেজিস্টার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
০৫। ----------।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

০৬। .....,
লালমনিরহাট।

২৬/১২/১৯

(মুহঃ রাশেদুল হক প্রধান)
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
লালমনিরহাট।
ফোন নং-০৫৯১-৬১৩৬৭